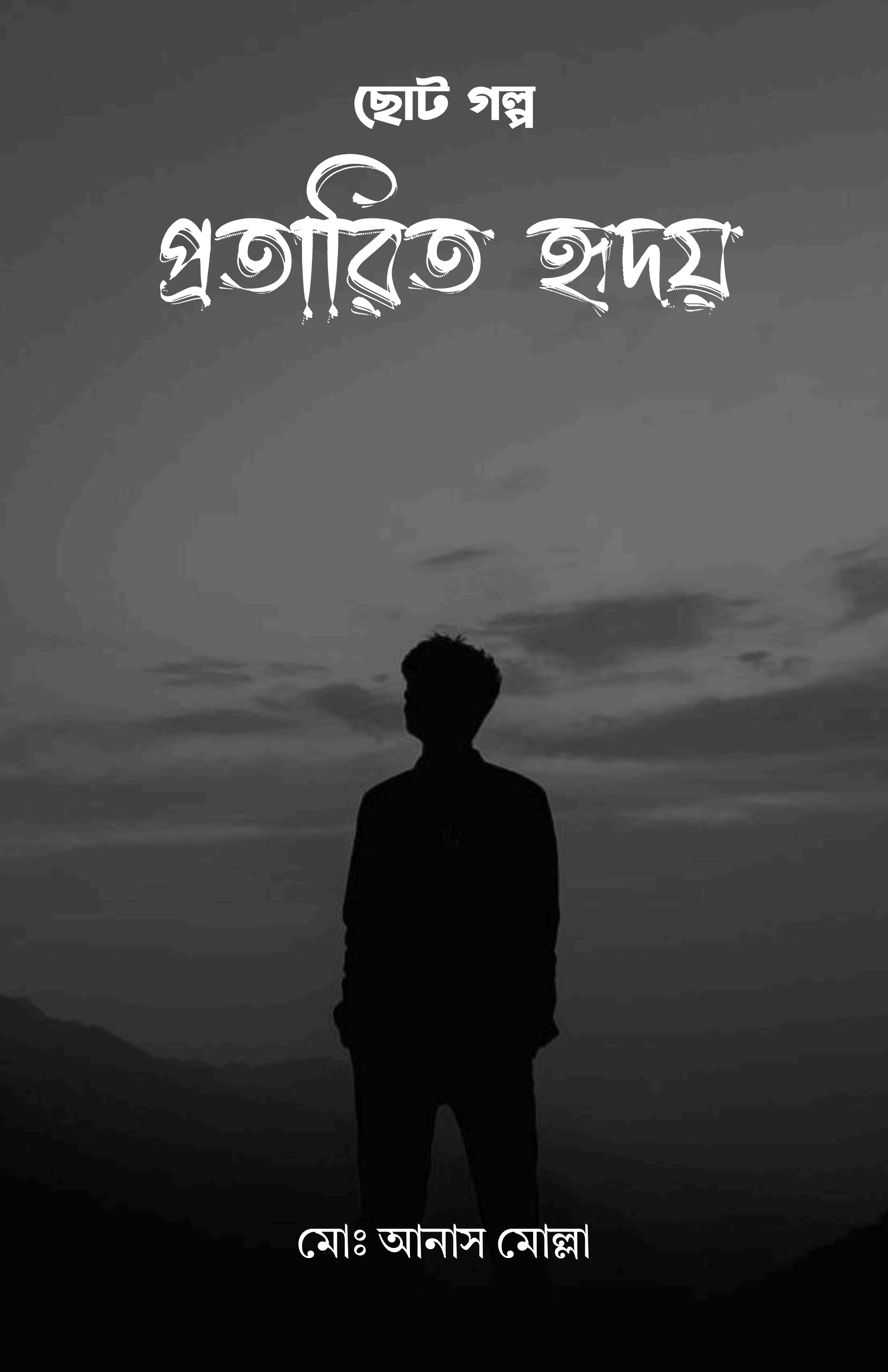
ছোট গল্প

# প্রতারিত হৃদয়



মোঃ আনাস মোল্লা

ছোট গল্প

# প্রতারিত হৃদয়

মোঃ আনাস মোল্লা



Bhaturia, Mohanpur-6220,
Mohanpur, Rajshahi, Bangladesh
www.mdanasmolla.com

# উৎসর্গ

## প্রিয় কবি হেলাল হাফিজের প্রতি,

**যিনি শব্দের মধ্যে বিদ্রোহ জাগান,**
**স্বপ্ন ও প্রেমকে একসাথে বেঁধে দেন কবিতার চরণে।**
**যার কবিতা বেদনার মতো সত্য,**
**আর ভালোবাসার মতো অমর।**

**এই বই আপনাকে উৎসর্গ করলাম–**
**একজন পাঠক, এক অনুরাগী,**
**আরো বেশি–একজন স্বপ্নবাজ লেখক হিসেবে।**

— মোঃ আনাস মোল্লা

# প্রস্তাবনা

ভালোবাসা কখনো সহজ নয়। এটি একটি অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা সম্পর্ক, যা বিশ্বাসের ওপর টিকে থাকে। কিন্তু যখন সেই সুতোয় সন্দেহের গিঁট পড়ে, তখন ভালোবাসা হয়ে ওঠে এক দ্বন্দ্বময় যাত্রা—যেখানে হৃদয় ভাঙে, আবার জোড়া লাগার চেষ্টা করে। "প্রতারিত হৃদয়" এমনই এক গল্প—অরণ্য আর তানিয়ার গল্প।

একটি শহরের ব্যস্ত রাস্তা থেকে শুরু হওয়া এই গল্প বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় ভালোবাসার প্রথম স্পর্শ খুঁজে পায়, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভালোবাসা সন্দেহ, প্রতারণা আর অসমাপ্ততার ছায়ায় ঢেকে যায়। এটি একটি কাহিনী, যা প্রশ্ন করে—ভালোবাসা কি সত্যিই সব ক্ষত সারাতে পারে, নাকি কখনো কখনো তা নিজেই ক্ষত হয়ে থেকে যায়?

# প্রতারিত হৃদয়

## অপরিচিত এক সন্ধ্যা

শহরের ব্যস্ত রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল অরণ্য। লালচে আকাশের নিচে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সে তাকিয়ে ছিল গাড়ির হেডলাইটের দিকে।

আজও ঠিক সেই দিনের মতোই লাগছে—যে দিনে সে প্রথম তানিয়াকে দেখেছিল।

তানিয়া, যে তার ভালোবাসার প্রথম নাম... এবং প্রতারণারও।

আজ থেকে ঠিক চার বছর আগে...

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরছিল সেদিন।

অরণ্য ভিজতে ভিজতে দাঁড়িয়ে ছিল এক ক্যাফের সামনে। ভেতরে উষ্ণ আলো, ভিজে জানালার কাচের ওপাশে একটা মেয়েকে দেখা যাচ্ছিল।

তানিয়া।

সে একা বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিল, চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। তার চোখে একটা গভীর বিষাদ ছিল, যা সহজেই মন ছুঁয়ে যায়।

কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল—এই মেয়েটাকে সে একদিন ভালোবাসবে।

তবে অরণ্য ঠিক জানত না, হয়তো সেই ভালোবাসাই তার জীবনের সবচেয়ে কষ্টের কারণ  হবে।

বৃষ্টি তখনো থামেনি। অরণ্য জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল মেয়েটাকে—তানিয়াকে।

একটা সময় সে লক্ষ্য করলো, মেয়েটা বারবার ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকাচ্ছে, হয়তো কারো কল এর অপেক্ষা করছিলো!
কিন্তু কল আসছে না।

অরণ্য তখনো জানত না, এই মেয়েটার জীবনে সে একটা বিশেষ জায়গা নিতে চলেছে।

অবশেষে, একসময় সাহস করে সে ক্যাফের ভেতরে ঢুকল।

তানিয়া তাকাল তার দিকে, একটু অবাক চোখে।

"একটা চেয়ার খালি আছে, বসতে পারি?" অরণ্য জিজ্ঞেস করল।

তানিয়া এক মুহূর্ত চুপ থেকে মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, বসুন।"

তার গলায় ক্লান্তি ছিল।

অরণ্য হাসল, "তুমি কি কারো জন্য অপেক্ষা করছো?"

তানিয়া একটুও চমকাল না, শুধু মৃদু স্বরে বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু যে আসার কথা, সে আসবে না।"

অরণ্য বুঝল, কারও প্রতি অভিমান লুকিয়ে আছে মেয়েটার অবুঝ মায়াভরা চোখে।

"তাহলে অপেক্ষা করে কী লাভ?"

তানিয়া একটু হেসে ফেলল, "সত্যিই তো।"

সেই মুহূর্তে অরণ্য বুঝতে পারল—এই অপূর্ব মায়াবী মেয়েটার জীবনে এমন কিছু আছে, যা তাকে কষ্ট দেয়, যা তাকে ভেতর থেকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

তবে তখনো সে জানত না, একদিন এই মেয়েটাই তার জীবন উল্টে দেবে।

সেদিনের পর থেকে তানিয়া আর অরণ্যর মধ্যে একটা অদ্ভুত বন্ধন তৈরি হলো।

কখনো ফোনে কথা, কখনো বিকেলের আড্ডা, কখনো পুরোনো গলির ধারে দাঁড়িয়ে গল্প করা।

তানিয়া হাসত, কিন্তু তার হাসির আড়ালে একটা শূন্যতা ছিল।

"তুমি কেন সবসময় এত চুপচাপ থাকো?" একদিন অরণ্য জিজ্ঞেস করল।

তানিয়া এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "কারণ আমি যা চাই, সেটা কখনো পাই না।"

অরণ্য প্রথমবার অনুভব করল, এই মেয়েটার কষ্ট সে ভাগ করে নিতে চায়।

সে জানত না, একদিন আবার সেই কষ্টের কারণ সে নিজেই হবে।

# বন্ধনের গভীরতা

সময় এগিয়ে চলল। তানিয়া আর অরণ্যের বন্ধুত্ব কখন যে এক অদৃশ্য সীমানা পেরিয়ে অন্য এক সম্পর্কে পরিণত হলো, তারা কেউ জানে না।

অরণ্য বুঝতে পারত, তানিয়া তার কাছে স্বস্তি পায়। যেকোনো বিষাদগ্রস্ত মুহূর্তে সে অরণ্যের ফোনে একটা মেসেজ পাঠাত—

"কোথায় তুমি?"

অরণ্য সব কাজ ফেলে রেখে চলে যেত।

বৃষ্টি হোক, ঝড় হোক, মাঝরাত হোক—তানিয়ার জন্য সে সবসময় প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু তানিয়া?

সে কি সত্যিই অরণ্যের জন্য একইরকম ছিল? নাকি তার হৃদয়ে এমন কিছু ছিল, যা লুকিয়ে ছিল গভীরে?

একদিন সন্ধ্যায় অরণ্য আর তানিয়া শহরের নির্জন এক রাস্তায় হাঁটছিল। দক্ষিণা বাতাসে হালকা শীতলতা, স্ট্রিটলাইটের হলুদ আলোয় তানিয়ার চেহারায় একটা রহস্যময় ছায়া।

"তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই," অরণ্য বলল।

তানিয়া তাকাল, "কি প্রশ্ন?"

"তুমি কি সুখী?"

তানিয়া একটু থামল। তারপর হাসল।

"সুখ আসলে কী?"

অরণ্য চুপ করে থাকল।

“তুমি সুখী?” তানিয়া পাল্টা জিজ্ঞেস করল।

অরণ্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “যখন তোমার সঙ্গে থাকি, তখন মনে হয়, সব ঠিক আছে।”

তানিয়া কিছু বলল না। শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে থাকল।

সেদিন অরণ্য প্রথমবার বুঝতে পারল—তানিয়ার মনে কিছু একটা লুকানো আছে।

কিন্তু কী?

—

সেই রাতে অরণ্য তানিয়ার হাতে হাত রাখল।

“তুমি কি আমার ওপর ভরসা করো?”

তানিয়া চোখ নামিয়ে বলল, “ভরসা করছি বলেই তো তোমার সঙ্গে আছি।”

সেদিন অরণ্য মনে মনে ঠিক করল—এই মেয়েটার জন্য সে সবকিছু করতে রাজি।

কিন্তু সে তখনো জানত না, ভালোবাসা একপাক্ষিক হলে... কষ্টের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়।

# অজানা ছায়া

অরণ্য আর তানিয়ার সম্পর্ক দিনে দিনে গভীর হচ্ছিল। তবে কিছু একটা ছিল, যা তানিয়া কখনোই পুরোপুরি প্রকাশ করত না।

তার ফোনে মাঝে মাঝে কিছু অপরিচিত নাম্বার থেকে কল আসত। সে কল রিসিভ করত না, কিন্তু একবার কল এলে মুখটা অদ্ভুতভাবে গম্ভীর হয়ে যেত।

অরণ্য প্রথমদিকে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবেনি। হয়তো তানিয়ার ব্যক্তিগত কিছু, হয়তো পরিবার, কিংবা পুরোনো কোনো বন্ধু।

কিন্তু একটা ঘটনা তার মনে সন্দেহের ছায়া ফেলল।

—

সেদিন বিকেল। তানিয়া আর অরণ্য এক ক্যাফেতে বসে ছিল। অরণ্য কফিতে চুমুক দিতে গিয়েও খেয়াল করল—তানিয়া মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা পড়ে যাচ্ছে।

তার চোখের দৃষ্টি বদলে যাচ্ছে, হাত শক্ত হয়ে আসছে।

“কি হয়েছে?” অরণ্য জিজ্ঞেস করল।

তানিয়া এক ঝটকায় স্ক্রিন অফ করে ফেলল, বলল, “কিছু না।”

“তোমার মুখ বলছে, কিছু একটা হয়েছে।”

তানিয়া হাসল, তবে সেই হাসির পেছনে একটা চাপা ভয় ছিল।

“তুমি বেশি চিন্তা করো না, প্লিজ।”

অরণ্য আর কিছু বলেনি। কিন্তু সেদিনই সে প্রথম বুঝতে পারল—তানিয়ার জীবনে এমন কিছু আছে, যা সে লুকিয়ে রাখতে চায়।

রাত বাড়লে অরণ্য এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিল, তাঁর মনের কণে জমা কিছু প্রশ্ন থেকে!

সে তানিয়ার ফোনের নাম্বার, একটা নতুন সিম থেকে ম্যাসেজ পাঠাল—

"তুমি কি আমাকে ভুলে গেছো?"

কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তর এলো—

"আমি তো চেষ্টা করছি ভুলে যেতে, কিন্তু পারছি না।"

অরণ্যের শরীর হিম হয়ে গেল।

এই অপরিচিত নম্বর থেকে তানিয়া উত্তর দিল কেন?

সে কার কথা বলছে?

তানিয়ার কি অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক ছিল? নাকি এখনো আছে?

অরণ্যের মনে প্রথমবারের মতো বিশ্বাসের জায়গায় সন্দেহ বাসা বাঁধল।

# সন্দেহের বিষ

অরণ্যর মনে অস্থিরতা বাড়ছিল।
তানিয়া কি সত্যিই তার সঙ্গে প্রতারণা করছে? নাকি বিষয়টা অন্য কিছু?

সে কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না।

সেই রাতেই সে নিজেকে নানা প্রশ্ন করতে থাকলো তবে এর কোন মেসেজ করার সাহস হতছিলনা তাঁর!

সেই রাত অরণ্যের কাছে মনে হল সে যেন এক অদ্ভুত গোলক ধাঁদায় আটকে আছে!

—তবে একটা ম্যাসেজ দেখেই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারে না।

তবুও, পরের কয়েকদিন সে খেয়াল করতে লাগল—তানিয়ার আচরণ বদলেছে কি না।

আর তানিয়া?

সে যেন একটু দূরে সরে যাচ্ছে। আগে যেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করত, এখন অল্পতেই কথা শেষ করে। আগে যেখানে ফোন না ধরলে বারবার কল দিত, এখন একটা মিসড কলেও ফিরতি কল করে না।

অরণ্য অনুভব করল—কিছু একটা ঠিক নেই।

একদিন সকালে তানিয়া অরণ্যকে কল করে বলল, দেখা করবে আজ সন্ধ্যায় ক্যাফেতে!

অরণ্য সব কাজ ফেলে রেখে চলে আলো সন্ধ্যায় ক্যাফেতে।
অরণ্য ক্যাফেতে আসে ঢুকতেই দেখলো, তানিয়া আগে থেকেই এসে বসে আছে।

অরণ্য সে তানিয়ার সামনের চেয়ারে বসলো!

তানিয়া অরণ্যকে বলল,

“অরণ্য, আমি কয়েকদিন একটু ব্যস্ত থাকব। ফোন ধরতে নাও পারি। কিছু মনে কোরো না, ঠিক আছে?”

অরণ্য তাকিয়ে থাকল তার দিকে।

“ব্যস্ত থাকবে? কেন?”

তানিয়া মুচকি হেসে বলল, “পারিবারিক কিছু কাজ আছে।”

অরণ্য কিছু বলল না। তানিয়া সত্য বলছে, নাকি মিথ্যে?
তার মনে সন্দেহের বিষ ঢুকে গেল।

তারপর তার কফি খেলো। কফি শেষ করে তানিয়া ওয়াসরুমে গেলো

তানিয়া যখন ওয়াসরুমে ছিল, সে তানিয়ার ফোনটা হাতে নিল।

ফোনটা লক করা ছিল না। হাতে হাত কাঁপছিল। তারপরও সে মেসেজ খুলল।

সবচেয়ে ওপরে ছিল যে নাম্বার, যেটা থেকে গত রাতে ম্যাসেজ এসেছিল।

অরণ্য  ওপেন করল।

লাস্ট মেসেজটা দেখে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল—

“তুমি বলেছিলে, খুব শিগগির সব ঠিক করে নেবে। আমি অপেক্ষা করছি, তানু।”

তানু।

অরণ্যর মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। এই নামে তো সে তানিয়াকে কখনো ডাকেনি!

তাহলে কে ডাকে?

আর "সব ঠিক করে নেবে" মানে কী?

তানিয়া ওয়াসরুম থেকে বের হতেই অরণ্য দ্রুত ফোনটা টেবিলে রেখে দিল। তানিয়া খেয়ালই করল না।

কিন্তু অরণ্য সেদিন ক্যাফে থেকে বাসায় ফিরে রাতে ঘুমাতে পারল না।

তানিয়া কি তার সাথে প্রতারণা করছে? নাকি অন্য কোনো রহস্য আছে?

সন্দেহের বিষ একবার ঢুকে গেলে, তা সহজে মুছে যায় না।

---

# ছায়ার পেছনে দৌড়

অরণ্যের মাথার ভেতর সবকিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। তানিয়া কি সত্যিই তাকে প্রতারণা করছে? নাকি বিষয়টা সম্পূর্ণ অন্য কিছু?

তবে সে যতই নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করুক, ফোনের সেই মেসেজটা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছিল না।

তানিয়া বলেছিল, কয়েকদিন ব্যস্ত থাকবে।

কিন্তু কার সঙ্গে? কী নিয়ে?

সন্দেহ যখন জন্ম নেয়, তখন তা সহজে মরে না।

পরের দিন বিকেলে অরণ্য চোরাস্তার মোড়ে চা আর সিগারেট খাচ্ছিলো।

হটাৎ সে তানিয়াকে দেখলো, অরণ্য চুপচাপ তার পেছনে অনুসরণ করল।

তানিয়া একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকল।

ভেতরে গিয়ে দেখল—তানিয়া এক ছেলের সঙ্গে বসে আছে। অরণ্যের বুক ধক করে উঠল।

ছেলেটার চেহারা তার অপরিচিত। তবে তার চোখের ভাষা বলছিল, সে তানিয়ার খুব কাছের কেউ।

তানিয়া হেসে কথা বলছে, গম্ভীর নয়, বিব্রতও নয়—একটা স্বাভাবিক হাসি।

অরণ্যের রাগ হচ্ছিল না, বরং বুকের ভেতর হাহাকার জন্ম নিচ্ছিল।

তানিয়া কি তাহলে তাকে ঠকাচ্ছে?

সন্দেহ আর যন্ত্রণার দোলাচলে দাঁড়িয়ে ছিল অরণ্য।
—

কিছুক্ষণ পর তানিয়া বেরিয়ে এলো। অরণ্য ছায়ার মতো পেছন পেছন হাঁটতে লাগল।

একটা নির্জন জায়গায় এসে তানিয়া ফোন বের করে কাকে যেন ডায়াল করল।

অরণ্য দূর থেকে শুনল—

"আমি বুঝতে পারছি না, আর কতদিন লুকিয়ে রাখতে হবে! কতদিন দু'জনের জীবন এভাবে চালিয়ে যাব?"

অরণ্যের মাথায় যেন বাজ পড়ল।

"দু'জনের জীবন"—মানে কি?

তানিয়া কি তাহলে সত্যিই কারও সঙ্গে সম্পর্কে আছে?

তাহলে সে অরণ্যের জীবনে কী চেয়েছিল?

একটা খেলা?

অরণ্য আর থাকতে পারল না।

সে সামনে গিয়ে তানিয়ার সামনে দাঁড়াল।

তানিয়া ঘুরে তাকাতেই তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

অরণ্য কোনো কথা না বলে তাকিয়ে থাকল তার চোখে।

তানিয়া কোনো অজুহাত দেবে, নাকি সত্য বলবে?

এই মুহূর্তেই সবকিছু বদলে যেতে পারে।

# সত্যের মুখোমুখি

তানিয়া স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখে ভয়, মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। অরণ্যের ভেতরে তখন ঝড় বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাইরের মুখটা ছিল শক্ত—একদম কাঠের মতো কঠিন।

"তানিয়া, তুমি কাকে ফোন করছিলে আর রেস্টুরেন্টের ঐ ছেলেটা কে?"

তানিয়া চোখ নামিয়ে ফেলল।

"কেউ না।"

"আমি কিন্তু সব শুনেছি।"

তানিয়া এবার ধরা পড়ে গেল।

সে অসহায় মুখে তাকাল অরণ্যের দিকে।

"আমি তোমাকে সব বলব, কিন্তু দয়া করে আমাকে বোঝার চেষ্টা করো।"

অরণ্যের ঠোঁটের কোণে একটা তিক্ত হাসি ফুটল, "বোঝার চেষ্টা করব? তাহলে বলো, আমি ঠিক কী বোঝার চেষ্টা করব?"

তানিয়া এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"অরণ্য, আমার জীবনে একজন ছিল... আমি চেষ্টা করেছিলাম ভুলে যেতে, কিন্তু পারিনি।"

অরণ্যের বুকের ভেতর মোচড় দিল।

"মানে?"

তানিয়ার চোখে পানি এসে গেল।

“তার নাম ছিল আদনান। আমার প্রথম প্রেম। আমি ভেবেছিলাম, আমাদের বিয়ে হবে, একটা সুন্দর জীবন হবে। কিন্তু একদিন ও আমাকে ছেড়ে চলে গেল, কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই।”

অরণ্য চুপচাপ শুনছিল।

“আমি কষ্ট পেয়েছিলাম, নিজেকে বুঝিয়েছিলাম যে, সব শেষ। তারপর তুমি এলে, আমি নতুন করে বাঁচতে শিখলাম। কিন্তু…”

“কিন্তু?” অরণ্যের কণ্ঠস্বর ধারালো হয়ে উঠল।

“কিন্তু আদনান আবার ফিরে এসেছে, আর আমি বুঝতে পারছি না, আমি কী করব। আমি তোমাকেও ভালোবাসি, কিন্তু আমার ভেতরে এখনো একটা অংশ ওর জন্য কাঁদে। আমি দোটানায় পড়ে গেছি, অরণ্য।”

অরণ্যের মাথার ভেতর যেন সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছিল।

এতদিন সে ভেবেছিল, তানিয়া শুধু তার।

কিন্তু আসলে কি তা-ই?

তানিয়া কি তাকে ভালোবাসত, নাকি শুধু একা না থাকার জন্য আঁকড়ে ধরেছিল?

সন্দেহ, কষ্ট, অভিমান একসঙ্গে অরণ্যের শরীরে কাঁটার মতো বিঁধছিল।

সে চুপচাপ তানিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর এক মুহূর্তে পেছন ফিরল, ধীরে ধীরে হাঁটা দিল অন্ধকার রাস্তায়।

তানিয়া ডাকল না।

অরণ্যও আর ফিরে তাকাল না।

সেদিন রাতের পর সব বদলে গেল।

# ভালোবাসার দ্বন্দ্ব

অরণ্যর মনে ঝড় বয়ে চলেছে। সে নিজের সঙ্গে লড়ছে—তানিয়ার প্রতি একদিকে তার ভালোবাসা, অন্যদিকে বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা। তানিয়া কি সত্যিই দ্বিধাগ্রস্ত? নাকি সে শুধু অরণ্যকে একটা বিকল্প হিসেবে রেখেছিল?

এই প্রশ্নগুলো মাথায় আসতে আসতে ক্লান্ত লাগছিল।

তবুও, সে প্রতিজ্ঞা করল—এই ভালোবাসার অবসান যেন অপূর্ণতা নিয়ে না হয়।

—

অন্যদিকে, তানিয়া আবার আদনানের সঙ্গে দেখা করল।

"তুমি কেন ফিরে এসেছো?" তানিয়ার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল।

"কারণ আমি বুঝতে পেরেছি, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না," আদনান বলল।

তানিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

"তুমি আমাকে ফেলে চলে গিয়েছিলে। জানো, কতটা কষ্ট পেয়েছিলাম আমি?"

আদনান মাথা নিচু করল, "আমি তখন ছোট ছিলাম, দায়িত্ব নিতে পারিনি। কিন্তু এখন বুঝেছি, আমার ভুল হয়েছিল।"

তানিয়ার মনে তখন অরণ্যের কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল। অরণ্য কখনো তাকে কষ্ট দেয়নি, কখনো ফেলে যায়নি।

বরং সে সবসময় পাশে ছিল, সব পরিস্থিতিতে।

কিন্তু... কেন যেন তার মনে হচ্ছিল, আদনানের প্রতি একটা অদ্ভুত টান আজও রয়ে গেছে।

এটা কি সত্যিকারের ভালোবাসা? নাকি পুরোনো অভ্যাসের একটা দোলা?

তানিয়া গভীর সংকটে পড়ে গেছে।

একদিকে আদনান—তার অতীত, তার প্রথম ভালোবাসা, যে তাকে একসময় ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আবার এখন ফিরে এসে বলছে, সে বদলে গেছে।

অন্যদিকে অরণ্য—যে কখনো তাকে কষ্ট দেয়নি, বরং তাকে আগলে রেখেছিল, তার জন্য নিজেকে বদলে ফেলেছিল।

তানিয়া কি নিজের আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে?

নাকি ভালোবাসা কখনোই সম্পূর্ণ নিখুঁত হয় না?

—

সেদিন সন্ধ্যায়, তানিয়া সিদ্ধান্ত নিল—সে অরণ্যের সঙ্গে দেখা করবে, সব সত্যি বলে দেবে।

অরণ্যর ভুল সে বুঝতে দিয়েছে, কিন্তু সে কি সত্যিই ক্ষমা করতে পারবে?

—

অরণ্য একা বসে ছিল পার্কের বেঞ্চে বসে আছে, একদম চুপচাপ।

একসময় তানিয়া এসে তার সামনে বসল।

"কেমন আছো?"

অরণ্য চমকে তাকাল।

"ভালো নেই," তার স্বীকারোক্তি সহজ ছিল।

তানিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর বলল, "আমি গোলক ধাঁধায় আটকে আছি, অরণ্য।"

অরণ্য কোনো কথা বলল না, শুধু তাকিয়ে রইল।

"আমি অতীতের টান ভেবে তোমার ভালোবাসাকে অবহেলা করেছি। আমি বুঝতে পারিনি, তোমার প্রতি আমার অনুভূতি কতটা গভীর। আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম, আমিও হয়তো নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম না।"

অরণ্যের চোখে এক অদ্ভুত অনুভূতি খেলা করল।

বাতাস বইছিল, পাতা ঝরছিল।

অরণ্য ধীরে ধীরে বলল, "তোমাকে নিয়ে আমি কোনো অভিযোগ করতে চাই না, তানিয়া।

তানিয়া চোখ বন্ধ করল।

তার সামনে দুইটা পথ—একটা পুরোনো ভালোবাসা, যা তাকে একসময় কষ্ট দিয়েছিল। আরেকটা নতুন ভালোবাসা, যা তাকে কোনোদিন কষ্ট দেয়নি, কিন্তু সে নিজেই তাকে কষ্ট দিয়েছে।

# অসমাপ্ত ভালোবাসা

তানিয়া আর অরণ্য একসঙ্গে বসে আছে, কিন্তু দু'জনের মাঝখানে এক অদৃশ্য দেয়াল। তানিয়া কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "অরণ্য, আমি জানি, আমি তোমার সঙ্গে অন্যায় করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি সত্যিই তোমাকে ভালোবাসি।"

অরণ্য ধীরে ধীরে মাথা তুলল।

তার চোখে কোনো রাগ নেই, কিন্তু ভালোবাসার সেই পুরোনো উষ্ণতাটাও যেন নেই।

"তানিয়া, ভালোবাসা শুধু মুখের কথা না। ভালোবাসা হলো বিশ্বাস, দায়িত্ব, এবং সবচেয়ে বড় কথা, একজনের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি।"

তানিয়া অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল।

অরণ্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "তুমি কি জানো, তোমার সেই একবারের দ্বিধা আমার ভেতরে কী পরিমাণ ক্ষত তৈরি করেছে?"

তানিয়া কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু শব্দ খুঁজে পেল না।

অরণ্য একটু হেসে বলল, "আমি হয়তো তোমাকে ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু আমি নিজেকে কীভাবে বোঝাবো যে, একদিন তুমি আবার এমন করবে না?"

তানিয়া চোখের জল আটকাতে পারল না।

"আমি সত্যিই তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি। আমি বুঝতে পারিনি, আমার দ্বিধা তোমাকে এতটা ভেঙে দেবে।"

অরণ্য তাকাল দূরের দিকে।

“যে মানুষ একবার দ্বিধায় পড়ে, সে হয়তো আবারও পড়বে। তুমি হয়তো আমাকে সত্যিই ভালোবাসো, কিন্তু সেই ভালোবাসায় স্থায়িত্ব নেই, দৃঢ়তা নেই। আমি এমন ভালোবাসা চাই না, যেখানে আমাকে বারবার নিজের জায়গা প্রমাণ করতে হবে।”

তানিয়া এবার বুঝতে পারল, সে যা হারিয়েছে, সেটা আর কখনো ফিরে পাবে না।

সে জানত, ক্ষমা পাওয়া যায়, কিন্তু সব কিছু আবার আগের মতো হয় না।

অরণ্য উঠে দাঁড়াল।

“ভালো থেকো, তানিয়া। আশা করি, তুমি তোমার ভুল থেকে শিখবে।”

তানিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলল, “তুমি কি আমাকে আর কখনো ভালোবাসবে না?”

অরণ্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর শান্ত গলায় বলল,

“ভালোবাসা কখনো মরে না, কিন্তু সব ভালোবাসা নিয়ে বাঁচা যায় না।”

তারপর সে ধীরে ধীরে হাঁটা দিল।

তানিয়া চেয়ে রইল তার চলে যাওয়ার দিকে।

কিছু সম্পর্ক চিরকাল অসমাপ্ত থেকে যায়।

আর কিছু ভালোবাসা... শুধুই এক গভীর ক্ষত হয়ে রয়ে যায়।

(সমাপ্ত)

# লেখক পরিচিতি



মোঃ আনাস মোল্লা - একাধারে লেখক, রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র, এবং একজন সাহিত্যানুরাগী।

জন্ম রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার ভাতুড়িয়া গ্রামে। পড়াশোনা করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে, রাজশাহী কলেজে। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির প্রতি গভীর টান, যিনি সমসাময়িক বিষয় ও রাজনীতি নিয়ে লিখতে বিশেষ আগ্রহী। বিশেষত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে কলাম এবং প্রেম, বিরহ ও সমাজ বাস্তবতা নিয়ে লেখার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ।

"অনন্ত অপেক্ষা" তাঁর প্রথম উপন্যাস, যেখানে তিনি ভালোবাসার অপূর্ণতা, প্রতীক্ষার বেদনা, এবং সমাজের নির্মম বাস্তবতাকে হৃদয়স্পর্শীভাবে তুলে ধরেছেন। হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বাংলা উপন্যাসে প্রেম ও বেদনার গভীরতাকে নতুনভাবে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন।

লেখক বিশ্বাস করেন, "সব প্রেমের গল্প মিলনের হয় না, কিছু কিছু গল্প শুধু প্রতীক্ষার শব্দ হয়ে থেকে যায়।" তাঁর লেখার প্রতিটি শব্দ সেই অপূর্ণ প্রেমের সাক্ষী, যা সময়ের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়, কিন্তু হৃদয়ে রয়ে যায় অনন্ত অপেক্ষার মতো চিরকালীন এক অনুভূতি হয়ে।